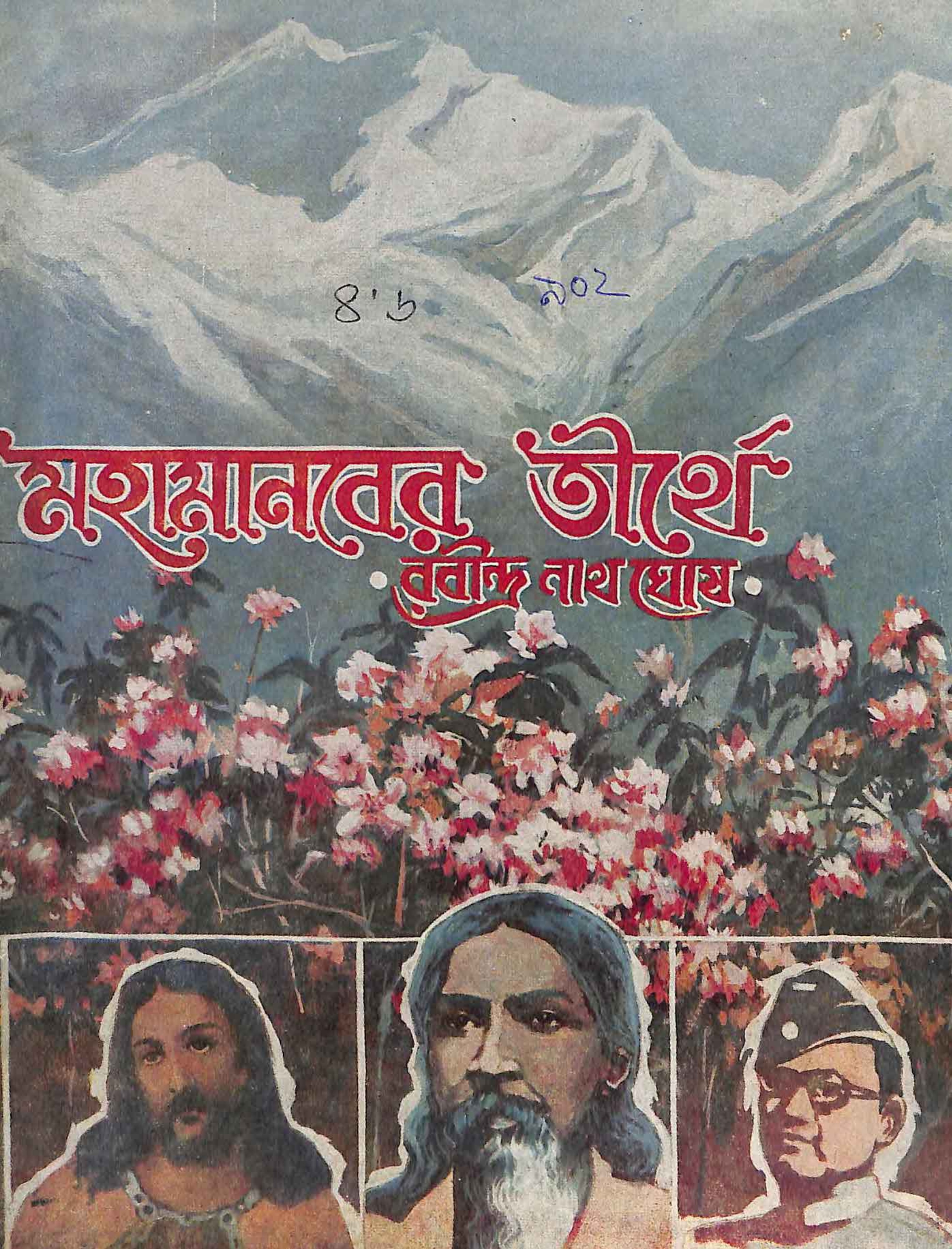
মহামানবের তীর্থে

রবীন্দ্র নাথ ঘোষ



৪'৬

ছোটদের ছড়ায় ছন্দে—

৯০২

১। সকাল হতে সন্ধ্যে

২। মহামানবের তীর্থে

রবীন্দ্রনাথ নাথ ঘোষ
ক্যানিং টাউন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রকাশনায়—
শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি
সুন্দরবন ক্যানিং

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রবর্তিত দ্রুতপঠনের উপযোগী গ্রন্থ।
অরবিন্দ সোসাইটি ক্যানিং শাখা কর্তৃক প্রকাশিত, রেজিঃ নং WC-44

MAHAMANBER TIRTHE

BY

RABINDRANATH GHOSH

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৮৮

ছড়ায় : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

ছবিতে : দিলীপ মণ্ডল

মুদ্রণে : সুশান্ত চক্রবর্ত্তী
গঙ্গাদেবী মুদ্রণী, রাজপুর বাজার

গ্রন্থ স্বত্ব : জ্যোৎস্না ঘোষ

দাম : সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

অরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি

শ্রীঅরবিন্দ ভবন

৮, সেকস্‌পিয়র সরণি,
কলিকাতা-৭১

সকাল হতে সন্ধ্যে

শিউলি সুধা সম্পা অনি
টুম্পা মনা তানিয়া তনি
রাজা বাপুন ঝর্ণা বোঁচা
পরী ছন্দা দীপা ফুচা

কে

উ ________________________

প ________________________

হা ________________________

র ________________________

সূচিপত্র

সকাল হতে সন্ধে

সকাল

মহামানবের তীর্থে

ভোর

অন্ধকারে ঘুমিয়ে আকাশ



অন্ধকারে ঘুমিয়ে আকাশ
ভোরের বেলা মিষ্টি বাতাস
বনে বনে ফুটন্ত ফুল দোলে,
ফুলওয়ালি অন্ধকারে
সাজিয়ে ফুল সাজি ভ'রে
আপন মনে তোলে।
নূতন সূর্য্য নূতন ভোরে
আনব আলো আঁচল করে
নামবো নূতন কর্ম্মে,
পাখির কণ্ঠে নূতন স্বরে
প্রজাপতির মত উড়ে
চলবো মোরা মিলনতর ধর্ম্মে ॥

ভালবাসি



ভালবাসি ভোরের দোলা
ফুটন্ত ফুল গুলো,
ভালবাসি ভুলে ফেলা
পুরানো ভুল গুলো।
ভালবাসি জীবন দিয়ে
রঙিন স্বপ্ন পেতে,
ভালবাসি অন্ধকারে
মশাল নিয়ে যেতে।
ভালবাসি যেখানে ঐ
রঙিন মেঘের মেলা,
ভালবাসি খেলতে আমি
মনের মত খেলা।

সকাল চটপট পড় উঠে



চট্‌পট্‌ পড় উঠে,
অলসতা যাবে টুটে,
দৌড় হাঁটো শিগ্‌গির,
পাবে বল হবে বীর,
চঞ্চল কর্মেতে-
মনটাকে রাখ ধীর,
দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে
পড়বসে ধীর স্থির।
স্বাস্থ্যই সম্পদ
এই নিয়ে দীক্ষা,
হৃদয় মন্দিরে
আসল 'এই' শিক্ষা॥



আমাদের ইস্কুলে

আমাদের ইস্কুলে আমরা
মনদিয়ে লেখাপড়া করবো,
ইস্কুলে যত কিছু শিক্ষা
তার ঢের পারি যদি ধরবো।
লেখাপড়া জীবনেতে সর্বই
আরো কিছু ভদ্রতা, নম্র
উদার, ধৈর্যশীল, প্রফুল্ল,
আর সত্য সাহসই হল ধর্ম্ম।
আঁকা লেখা গান আর বাজনা
কিছু শেখা আছে এর প্রয়োজন
হৃদয়ের স্রোতে ভাসে আনন্দ
জীবনেও চাই এর আয়োজন
এই নিয়ে মানুষ হব আমরা
এই হল আমাদের শিক্ষা
হৃদয়ের কর্ম্মরথে শক্তির রাঙা স্রোতে
দেবতার কাছে এই ভিক্ষা।

পড়াশুনা করেই



পড়াশুনা করেই কিন্তু
যেতে হয় স্কুলে,
বাড়ির পড়াটা না করলে
কানটি দেবেন মুলে।
পড়াশুনা করে যারা
তাদের বাসেন ভালো,
তারাই হ'ল দেশের গৌরব
তারাই দেশের আলো।
যদি পড়ায় ছোট্ট বেলায়
শুধুই দাও ফাঁকি,
জানার পাতায় জ্ঞানের খাতায়
অনেক রবে বাকি ॥

স্নান সেরে



স্নান সেরে পূজো করে
 গরম ভাত খেয়ে,
ইস্কুলে যেতে হবে
 বই সাথে নিয়ে।
স্নান করা প্রয়োজন
 শরীরের পক্ষে,
দেবতাও বিরাজিবে
 আমাদের বক্ষে।
স্নান হল পবিত্র
 গঙ্গার মতো,
শতদলে আমাদের
 করে বিকশিত ॥

ইস্কুলে জীবন গড়ি



স্কুলের শিক্ষক/দিদিরা
প্রদীপের আলো
পিতামাতা স্নেহ দেন
তাঁরা বাসে ভালো,
তাঁদের শ্রদ্ধাকরি
প্রভুর মতন,
জীবনের ভোরে পাই
সীম রতন।
জ্ঞানের প্রদীপে থাকে
যত সব কালি,
ধুয়ে মুছে এনে দেন
চাঁদ এক ফালি
শিক্ষক/দিদিরা ফোটা ফুল
আমরা কুঁড়ি
জ্ঞানের বিকাশ পেয়ে
জীবন গড়ি॥

টিফিনের কোলাহলে



টিফিনের কোলাহলে,
কাটাইতো গোলমালে
করি শুধু ছুটো ছুটি
আনন্দে লুটো পুটি
দুলি বসে দোলনায়
শ্লিপ চড়ি খেলনায়
হৈহৈ রৈরৈ উড়ন্ত পাখি,
একসাথে মিলেমিশে উৎসবে মাথি।
আমাদের খেলাধূলা ক্রমে হবে সারা
ছোট ছোট হৃদয়ের আনন্দ ধারা।
টিফিনের ঘণ্টাটি পড়ে যায় শেষে,
ক্লাসেতে ছুটে আসি পড়ার আবেশে,
তারপর শুরু হয় ফের লেখাপড়া,
মজা আর আনন্দে জীবন কে গড়া ॥

বাজল ছুটির ঘণ্টা



ঢং ঢং ঢং ঢং বাজল ছুটির ঘণ্টা,
বাড়ির পানে যাওয়ার তরে নেচে ওঠে মনটা।
নীল আকাশে পাখির মেলা,
তাদের এখন ছুটির খেলা,
বাঁধন গেছে টুটে—
রাখাল ছেলে গরু চরায়,
আপন মনে বাঁশি বাজায়,
এদিক ওদিক ছুটে
আনন্দ নেয় লুটে।
উল্লাসেতে ব্যস্তমোরা
যে যার মত যাই,
ছুটির পরে নেইকো বাধা
আনন্দে গান গাই।
ছুটি, ছুট ছুটি
বিশ্বমেলার আনন্দেতে
আমরা সবাই জুটী,
বাড়ির পানে আমরা সবাই
আনন্দেতে ছুটী....
ছুটী, ছুটী, ছুটী ॥

বিকেল বেলা



প্রত্যেকটি বিকেল বেলা
আনন্দেতে শুধুই খেলা,
হা ডু ডু, ফুটবল
নইলে ক্রিকেট নইলে গজি
সবাই যাতে হয় যে রাজি
দেখবো আকাশ দীঘির জল।
নামবে যখন সন্ধ্যে,
আকাশ হবে, অন্ধকার,
পাখি তখন ফিরবে বাসায়,
দেখতে ভারি চমৎকার।
মিট্‌মিটিয়ে আলোর প্রদীপ
সন্ধ্যে দেবে বাতি,
ঝিকমিকিয়ে তারার বাতি
ভরিয়ে দেবে রাতি।
আকাশ কোলে পেখম মেলে
রাঙিয়ে দেবে মন,
সুর সন্ধ্যার সান্‌ধ্যরাগে
সুরের আগমণ।

মনটি নিয়ে পড়তে বসি



মনটি দিয়ে পড়তে বসি
যখন পড়ার ঘরে,
টেপ্, রেডিওর গানের শব্দ
ভেসে আসে জোরে।
যদিও আর ঐ দিকেতে
করিনে দৃকপাত,
হঠাৎ দেখি আলো বাবু
হলেন যে চিৎপাত।
বংশ যাবে উচ্ছন্নে
ধ্বংস হবে পড়া,
ইস্কুলেতে মারটি খাবো
কপাল যাবে পোড়া।
বড় হলে বলবে সবাই
বিচ্ছিরি সব রুচি,
ভাত-ভুট্টাও জুটবে না যে,
জুটবে পাথর কুচি।
উৎসাহেতে পড়তে বসি,
ভবিষ্যতটি ভেবে,
আলো কই পাই না দেখা
আলো আসবে কবে।
অন্ধকারে চিন্তা করি
আলোর মত ছবি,
বাতি জ্বেলে পড়তে বসি
ভরসা ভোরের রবি॥

পড়াশুনা



ইংরেজীটা কঠিন নয়তো
পড়তে বেশী হবে,
বিজ্ঞানটা বুঝে পড়লে
তবেই মনে রবে।

অংকটাতো এমন নয়
কঠিন একেবারে ?
অভ্যাসটা না করলে
তবেই মাথা ঘোরে।
বাংলাটাযে মাতৃভাষা
পড়াই প্রয়োজন,
ব্যাকরণ আর বানানের
বিশাল আয়োজন
ভূগোলটাকে পড়তে হবে
জানতে হবে বিশ্ব,
দেশ-বিদেশের অনেক খবর
হরেক মজার দৃশ্য।
ইতিহাসটা রক্তে লেখা
সবই জীবন স্মৃতি।
গল্প ছলে পড়ে ফেল
কাটবে সকল ভীতি
আসল কথা পড়ার জন্য
করতে হবে কষ্ট,
সফল হবে মানুষ হবে
বলেদিলাম পষ্ট।

রাতের খাবার



রাতের খাবার জমে বেশ
দুধ আর ভাতে,
আরো ভাল কলা যদি
পেয়ে যাই পাতে।
মাছ ভাল যদি মা
কাঁটা দেন বেছে,
মিষ্টি পোলাও হলে
খুব ভাল রোচে।
ডিমটা মন্দ নয়
যদি দেন রোজ,
আস্ত ডিমটা খেলে
জমে ওঠে ভোজ।
মোট কথা জিনিষের
এখন যা দাম,
টাকা দিয়ে কেনা দায়
আরে রাম রাম।
কারো হয়তো এক বেলাতে
নুন ভাত জোটে না,
সে দুঃখের দৃশ্য দেখে
মুখে ভাষা ফোটে না।
রাম রাম ভেবে আর
কি যে হবে ছাই
সাত পাঁচ না ভেবে
ঘুমোতেই যাই।

আমার মাগো



ও আমার মা গো
আমি যদি না ঘুমাই
কেন অমন রাগো···· ?
গাছের উপর চাঁদের আলো,
আমার ভীষণ লাগছে ভালো,
আকাশ কোলে মেঘের মেলা
চাঁদের সাথে করছে খেলা
দেখছি জানালা দিয়ে,
আমার চোখে আসছে না ঘুম
চারিদেকে কেমন নিঝুম
চাঁদনি রাতে মৌমাছিদের বিয়ে
গুন গুনিয়ে শব্দ ভাসে
কখনো পাখির ডাক,
মাঝির কখনো গান শুনছি
শুনছি লোকের হাঁক।
বলতো মা এই সুন্দর
তোমার কেমন লাগে ?
সব সুন্দর চেয়ে মা গো
তোমায় ভাললাগে।

রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়



মা বল্লেন রাত হয়েছে
ঘুমিয়ে এখন পড়ো
ভূতের গল্প বলেন যদি
আমি ভয়ে জড়ো সড়ো।
কেন আমি ভয় পাব মা
ভূত তো নয় সত্যি!
ভূতের গল্প আজব কথা
আসল না এক রত্তি।
তার চেয়ে মা তুমি আমায়
রাজার গল্প বলো,
বীর পুরুষের গল্প-গাথা
ভীষণ লাগে ভালো।
ঝাঁসির রানী, তাঁতিয়া টোপি
বীর শিবাজীর গাথা
বীর ক্ষুদিরাম সূর্য্যসেন
বীর নেতাজীর কথা
আরো অনেক বীর পুরুষ
দিয়েছে দেশে রক্ত,
তারাই হলেন মহামানব
আমরা তাঁদের ভক্ত।
তাদের নিয়ে অনেক গল্প
ইতিহাসে আছে,
তাইতো মোদের গর্ববোধ
হৃদয় বুঝি নাচে।

মোদের পিতামাতা

মোদের যিনি পিতামাতা
তিনিই হলেন জন্মদাতা
তিনিই পরম গুরু,
স্বর্গ থেকে ফুটিয়ে কুঁড়ি
নিয়ে আসেন জীবন ভরি
ফুলের মত জীবন হবে শুরু।
মাতা পিতার ভালবাসা
জীবনে পাই শুভ্র আশা
স্নিগ্ধ তরু বট,
সেই খানেতে বিশাল ছায়া
জড়িয়ে আছে প্রেমের মায়া
শ্রদ্ধা ভক্তি ঘট॥

মহামানবের তীর্থে

পরম পূজনীয় দাদু ও দিদিমা
৺রাধা গোবিন্দ ঘোষ ও পতঙ্গিনী ঘোষের
করকমলে

যীশু-কৃষ্ণ-হজরত

যীশু কৃষ্ণ হজরত
এই পৃথিবীর লোক
ধর্ম নিয়ে হিংসে করলে
ওনারা পান শোক।
কর্মযোগে প্রেমের ধর্মে
বিশ্ব করেন জয়
ওনারা যা পথ দেখালেন
সেই পথে নেই ভয়।
এস সবাই প্রেমের ধর্মে
জয় করি এই বিশ্ব
মহাসুখের প্রাণ-ঝর্ণার
দেখবো নূতন দৃশ্য।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলকাতাতে
জোড়াসাঁকোয়
জন্মেছিলেন
বিশ্বকবি,
বিশ্বজুড়ে
নাম ডাক তাঁর
'নোবেল' প্রাপ্ত
ঋষি, কবি।
লেখায় ছিল
যাদু তাঁর
আলোর মত
তিনি বড়,
আজকের তাঁর
স্মরণ দিনে
লক্ষ লক্ষ
মানুষ জড়ো ॥

জন্ম : ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মে বঙ্গাব্দ ১২৬৮-র ২৫শে বৈশাখ। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী।

মৃত্যু : ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। এছাড়া নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোট গল্পে, প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।



সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

বাংলার এক
কিশোর কবি
যে ছিল দুর্দান্ত,
সুখের জন্য
করত লড়াই
সে হল সুকান্ত।
ধনী দুঃখী
সমান হবে
এই ছিল তার আশ,
জন জীবন
স্বর্গে রবে
স্বপ্ন একরাশ ॥

জন্ম : ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বঞ্চিত জীবনের কবি, সামাজিক জীবনের বৈষম্য দূর করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল।

মৃত্যু : মাত্র ২১ বছর বয়সে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।



নজরুল ইসলাম

বাঙালীর বিপ্লবী কবি
বিদ্রোহী বীর নজরুল,
স্রোতের জোয়ারে বাঁধ ভেঙে যায়
নেই কোন উপকূল।
বেদুইন কবি চেঙ্গিস কবি
শোষিতের কবি নজরুল,
নিশির শেষে ফুটে ওঠা
বাংলার এক তাজাফুল।
গানে গানে স্বরে স্বরে প্রান
সৈনিক কবি নজরুল,
আঁধার রাতে ভোর প্রভাতে
ডেকে ওঠা এক বুল বুল।

জন্ম : ১৮৯৯ সালে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। তিনি ৪, ৫ হাজারের বেশী গান রচনা করেন। সংস্কার মুক্ত বিদ্রোহী কবি। স্ত্রী—প্রমিলা দেবী।

মৃত্যু : ১৯৭৬ সালে ঢাকা শহরে।



ঋষি অরবিন্দ

১৫ই আগষ্ট জন্ম নিলেন
জ্যোতির আলোক স্পর্শ,
দিব্যমানব আবির্ভাবে
ধন্য ভারতবর্ষ,
নামটি তাঁর মনে রেখো
ঋষি অরবিন্দ,
বিপ্লবী বীর ভারত প্রেমিক
ধর্মে সাগর সিন্ধু।
সাধনা লব্ধ মহাকাব্য
দিব্য জীবন, সাবিত্রী,
কবি এবং মহাঋষি,
'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তী'॥

জন্ম : ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট। পিতা ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। মাতামহ রাজনারায়ন বসু।
মৃত্যু : ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিচেরী।



শ্রীমা

শ্রীমা তিনি
বিশ্বমাতা
মুখে সদাই হাসি,
পণ্ডিচেরীর
আশ্রমবাসী
জন্ম তাঁর ফরাসী।
সূর্যালোকের
আলোর মত
তিনি মহাশক্তি,
প্রেমের তিনি
বসুন্ধরা
সবাই করে ভক্তি।

জন্ম দিন ঃ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী
মৃত্যু ঃ ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর পণ্ডিচেরী আশ্রমে।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সাধনাতে সিদ্ধ পুরুষ
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম
ছোট্ট বেলার গদাধর
কামারপুকুর ধাম।
কলকাতার দক্ষিণেশ্বর
পঞ্চবটি বনে,
আঁধার রাতের নির্জনেতে
বসেন তিনি ধ্যানে।
দুষ্টু নরেন তাঁর কাছেতে
হলেন এসে শিষ্য,
প্রেমের ধর্ম শিখেছিল
আমাদের এই বিশ্ব।

জন্ম : ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুর গ্রামে।
মৃত্যু : ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানসার রোগে ।



রাজা রামমোহন

মধ্যযুগের ভারত পথিক
আঁধারের চাঁদ রামমোহন
জ্ঞান, শিক্ষা, সঠিক ধর্ম
নবচেতনা করে গ্রহণ।
মিলন ও ঐক্যের বাণী
মানব সমাজে প্রচার করেন
'সতীদাহ বর্ণ' বিদ্বেষ
তিনি প্রথম রহিত করেন।
ব্যাকরণ ও উপনিষদ
বাংলায় করেন অনুবাদ,
বাংলা গদ্যের প্রান দাতা
রেনেসাঁসের নূতন স্বাদ।

জন্ম ঃ হুগলী জেলায় থানাকুল গ্রামে ১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭২।
মৃত্যু ঃ ১৮৩৩ বিষ্টল শহরে।



সুভাষ চন্দ্র বোস

বাংলা দেশের বীর সন্তান
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস
ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো
এই ছিল তাঁর চরম রোষ।
ইংরেজরা দেশ বাসীকে
করত শুধুই অত্যাচার,
আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠনে
হয়েছিল তাঁর প্রতিকার।
হয়তো তিনি আর বেঁচে নেই
বেঁচে আছেন সব হৃদয়ে
আলো যেমন ছড়িয়ে পড়ে
প্রভাতের ঐ সূর্যোদয়ে।।

জন্ম : ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কটক শহরে। পিতা জানকীনাথ বসু মাতা প্রভাবতী দেবী।
মৃত্যু : অজানা।



বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন
বীর সিংহ গ্রামে,
বিধবা বিবাহ চালু করেন
নিজেরেই সংগ্রামে।
বীরদয়ালু উদার পুরুষ
খাঁটি সুনির্মল,
স্পষ্ট বাদী স্বাধীন চেতা
তেজস্বী ঝলমল।
শৌর্য শালী মানব প্রেমিক
চরিত্র মহীয়ান
শিক্ষা দীক্ষায় জ্ঞানের সাগর
বলিষ্ঠ বলীয়ান ॥

জন্ম :- ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদনীপুরে। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা ভগবতী দেবী।

মৃত্যু : ১৮৯১ এর ২৯শে জুলাই।



বুদ্ধদেব

কপিলা বস্তুতে—
জন্ম নিলেন—
সন্ন্যাসী বুদ্ধ,
বৌদ্ধ ধর্ম—
প্রচার করেন,
শান্তি প্রেমেই স্বদ্ধ।
বোধিদ্রুম,
ও বুদ্ধগয়ায়,
সাধনায় হন সিদ্ধ,
কত ভক্তের
আনাগোনায়
বটবৃক্ষ প্রসিদ্ধ ॥

জন্ম (৪৮৩) আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মৃত্যু (৫৬৩) ৮০ বছর বয়সে কুশী নগরে।

স্বামী বিবেকানন্দ



বিবেকানন্দ শিখিয়ে ছিলেন
জীবকে যেন ভালবাসি,
তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী
বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ।
পবিত্র ও নিঃস্বার্থ
আসল হল মহাধর্ম্ম,
ঐ ধর্ম্মেই লুকিয়ে আছে
মানুষেরই সব কর্ম্ম ।
রামকৃষ্ণের সাধন মশাল
জ্বেলে দিলেন বিশ্বদ্বারে,
দেশ প্রেমিক এই মহামানব
বসে আছেন হৃদয় ঘিরে ॥

জন্ম : ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারী কলকাতার শিমুলিয়ায়। পিতা- বিশ্বনাথ দত্ত।
মাতা- ভুবনেশ্বরী দেবী। ছোট বেলার ডাক নাম বিলে।
মৃত্যু : ১৯১২ সালের ২রা জুলাই।



মাদার টেরেসা

বিশ্ব জননী মাদার টেরেসা,
দুঃখী গরিবের তিনি ভরসা,
সেবা সাধনা কর্ম বিশ্বের
মহাশান্তির পরমেশ্বর।
যুগশ্লভিয়ার প্রেমময়ী নারী
শৈশবে নাম অ্যাগনিস,
বিশ্ব জনস্রোতের মাঝে
বয়ে চলে তাঁর স্নেহাশীষ।
মুমূর্ষ মুখে ফোটালেন হাসি
নিরন্নে দিয়ে অন্ন,
বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিলেন
সবাই হল ধন্য।

জন্ম : ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে আগষ্ট স্কপজ শহরে। তিনি পদ্মশ্রী, নেহেরু পুরস্কার, ভারতরত্ন ও নোবেল পুরস্কার পান। বর্তমানে জীবিত।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

কলকাতায় জন্মেছিলেন
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,
দান ধ্যান ত্যাগ স্বীকার করে
তাঁর হতো মনোরঞ্জন।
সাগর সংগীত ও মালঞ্চ
রচনা করে হন কবি,
পেশায় ছিলেন আইনজীবি
আর নেশায় ছিলেন বিপ্লবী।
তাঁর আদর্শে সবাই যেন
এগিয়ে যেতে পারি,
তবেই মোরা মানুষ যেন
মানুষ নিরহংকারী ॥

জন্ম : ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর কলকাতায় ভবানীপুরে। পিতা ভূবন মোহন দাস। মাতা নিস্তারিনী দেবী। মৃত্যু : ১৬ই জুন, শৈলবাস দার্জিলিং।



মহাত্মা গান্ধী

অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ নয়
যুদ্ধে নয় রক্ত ক্ষয়,
অসহযোগ, অহিংসায়
করা যায় বিশ্বজয়।
প্রেম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা
মানুষের আসল কর্ম,
ঐ কর্মই পালন করা
মানুষ জাতির ধর্ম।
এই শিক্ষা দিয়েছিলেন
মহাত্মা গান্ধী,
ফুলের মত কোমল তিনি
সৃষ্টি সুগন্ধী ॥

জন্ম : ১৮৬৯ গুজরাটে পোরবন্দরে।

মৃত্যু : ১৯৪৮ সালে ৩০শে জানুয়ারী দিল্লী ভবনে প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসে নামে এক আততায়ীর গুলিতে।



হজরত মহম্মদ

হজরত মহম্মদ
সাম্যের উদ্‌গাতা,
পরম কল্যাণ কামী
শান্তি মুক্তি দাতা
মানব মুক্তির তরে
মক্কায় জন্ম,
বর্বর আরব কে
শিখিয়েছে ধর্ম।
কোরাণ রচনা করে
মানুষের কর্মে,
সব জাতিই সমান
ইসলাম ধর্মে।

জন্ম : ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

মৃত্যু : ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে — মক্কা ও মদিনা মুসলমানদের তীর্থস্থান।



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র জন্মেছিলেন
হুগলি দেবানন্দপুরে
মানুষের সুখ দুঃখের কথা
লিখেছিলেন দরদ ভরে।
নারী সমাজ জাগার তরে
লেখায় ফোটে প্রেমপ্রীতি,
নিপীড়িত অবহেলিত
পেয়েছে তাঁর সহানুভূতি।

জন্ম : ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।
মৃত্যু : ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্যে দিক্‌পাল,
পরিবর্তন চেয়েছিলেন
জাতির হাল চাল।
বন্দেমাতরম ধ্বনীতে
নেমেছিলেন সংগ্রামে,
জন্মগ্রহণ করেছিলেন
কাঁঠালপাড়া অজ গ্রামে।
রাজটিকা উপাধি পেয়ে
ছড়িয়ে ছিলেন কত যশ,
তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ছিল
তত্ত্ব জ্ঞানের মিষ্টি রস॥

জন্ম : ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জুন ২৪ পরগণায়।
মৃত্যু : ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক।

বিজ্ঞানী জগদীশ বোস

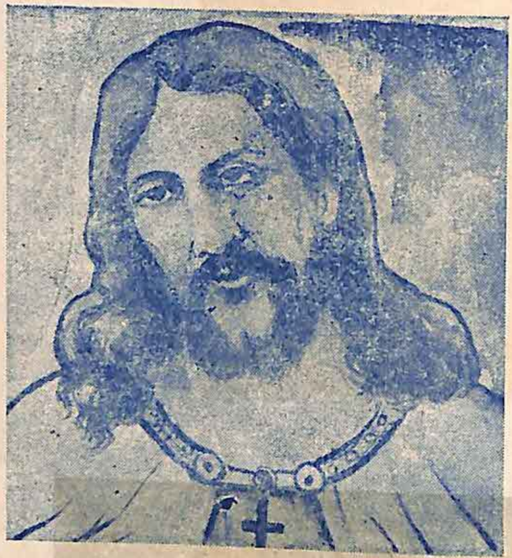


জগদীশ বোস তিনি ছিলেন
মস্তবড় বিজ্ঞানী
বিশ্বের লোক সবাই জানে
আমরাও তাই জানি।
কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনেতে
শিক্ষা ও তার সাধনা,
রসায়ন ও পদার্থে
বিজ্ঞানেতে সব জানা।
উদ্ভিদের প্রান আছে
তিনি করেন আবিষ্কার
বেতার প্রথম আবিষ্কারক
পাননি তবু পুরষ্কার
নিরঅহংকার দৃঢ়চেতা
শান্ত সুনির্মল,
দেশ প্রেমিক এই বিজ্ঞানীর
জ্ঞানের ঝলমল ॥

জন্ম : ১৮৫৮। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদেরও হাসি, কান্না, যন্ত্রণা, মৃত্যু প্রমাণ করে জগতে নূতন পথ দেখান।

মৃত্যু : ১৯৩৮।

যীশুখ্রীষ্ট



যীশুখ্রীষ্ট যুগাবতার
আকাশের নক্ষত্র,
পরম প্রেমিক পুরুষোত্তম
ঈশ্বরেরই পুত্র।
স্বর্গশোভার কোমল কুসুম
মেরী তাঁর মাতা,
বেথলেম শহরে জন্মেছিলেন
যোসেফ প্রানের পিতা,
ক্রুশবিদ্ধে মহাপ্রয়ান
মর্মান্তিক করুণ,
সত্যধর্মে জন্মদিলেন
স্নিগ্ধ ভোরের অরুণ ॥

জন্ম দিন : ২৫শে ডিসেম্বর — খ্রীঃ পূর্ব ৪
মৃত্যু : খ্রীঃ পূর্ব ৩৩



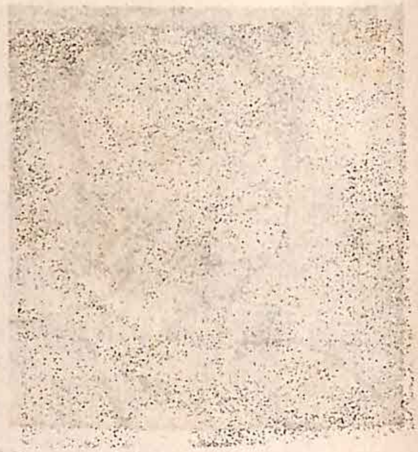


নানক, কবীর শ্রীচৈতন্য

হিন্দু মুসলমান
ঘুচিয়েছে ব্যবধান
নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য
চাই সেবা ভক্তি
তাতেই তো মুক্তি
ভগবান পাওয়া পথ নাই অন্য।
হিন্দু মুসলমান
তাদের যে ভগবান
খ্রীষ্টানদেরও নয় ভিন্ন—
এই সমদৃষ্টি
করেছিল সৃষ্টি
নানক কবীর শ্রীচৈতন্য ॥







জীবনের জয়গান





বিনয় বাদল দীনেশ
বারীন ক্ষুদি সূর্য্য,
ভারতের স্বাধীনতায়
বাজিয়ে গেছে তূর্য্য।
পরাধীন ভারতের
তরে করে যুদ্ধ,
ইংরেজ শাসনকে
ভেঙে করে রুদ্ধ
ভারতে এনেছে স্বপ্ন
বাস্তব উদ্যানে,
ভক্তি স্মরণ করি
জীবনের জয়গানে।





ভ্রম সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙক্তি
সজি	সাজি	৫	৫
সীম	অসীম	১১	৮
হক	কে	১৮	৭
জগদাশ	জগদীশ	২১	
বিজ্ঞানীর	বিজ্ঞানীর	৪১	১৫
জ্ঞানের	জ্ঞানের	৪১	১৬